POLITICAL SCIENCE- 4TH SEM (GEN)

SEC2T: Public Opinion and Survey Research

TOPIC 5- Interpreting polls

Prediction in polling research: possibilities and pitfalls Politics of interpreting polling

Topic 5: নির্বাচনের ব্যাখ্যা।

পোলিং রিসার্চে ভবিষ্যদ্বাণী: সম্ভাবনা এবং বিপত্তি। পোলিং এর ব্যাখ্যা করার রাজনীতি

নির্বাচনী জরিপগুলোকে রাজনৈতিক দলগুলি আসনের পূর্বাভাস এবং ভারতে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহৃত গোপন যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য এখনই সময় মতামত জরিপগুলি পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া। মতামত জরিপ [i] "শব্দের উল্লেখ খুব তাড়াতাড়ি ভারতের নির্বাচনের জরিপ, এক্সিট পোল [ii] এবং আসনের ভবিষ্যদ্বাণী যা গণমাধ্যমে প্রতিবার যখন দেশে নির্বাচন হয় তখন মানুষের মনে আসে। ভোটের আচরণ এবং মনোভাব অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৬০ -এর দশকে দিল্লির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং স্টাডিজ (সিএসডিএস) -এ একটি একাডেমিক অনুশীলন হিসাবে নির্বাচনের অধ্যয়ন শুরু হয়। নির্বাচনের সময় বিজয়ীদের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য মিডিয়া হাউসগুলি দ্বারা ছদ্মবিদ্যা এখন প্রাক -নির্বাচন জরিপ এবং এক্সিট পলের সাথে সমান। এটি এখন গণমাধ্যমের কৌতুকের মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে যে এটি রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থের সাথে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য যোগাযোগের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে মিডিয়া হাউস এবং টেলিভিশন নোঙ্গরগুলি আধুনিক ভোট "নস্ট্রাডামাস" হয়ে উঠেছে নির্বাচনী ফলাফলের পূর্বাভাসে মতামত জরিপের ফলাফল ব্যবহার করে, প্রকৃত ভোট দেওয়ার আগে, যা অনেক সময় ভুল হয়ে গেছে।

মতামত জরিপ: ইতিহাস

জনপ্রিয় গণমাধ্যম সমীক্ষা ১৯৮০ -এর দশকে শুরু হয়েছিল যখন মিডিয়া ব্যারন প্রণয় রায় ভারতীয় ভোটারদের মেজাজ জানতে নির্বাচনের সময় মতামত জরিপ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৯০ -এর দশকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিস্তার ভারতে নির্বাচনী জরিপ এবং এক্সিট পোলকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং এটি মানুষের কল্পনা ধারণ করতে শুরু করে। নির্বাচনের আগে জরিপ এবং এক্সিট পোল গত দেড় দশকে একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। একেবারে শুরুতে, বেশিরভাগ ভোটের ফলাফল শুধুমাত্র ইন্ডিয়া টুডে, আউটলুক এবং ফ্রন্টলাইনের মতো সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে এবং ধীরে ধীরে, শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলিও নির্বাচনী জরিপের ফলাফল প্রকাশে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। প্রিন্ট মিডিয়ার দাবি দেশে জনমত জরিপের সংখ্যা আরও বাড়িয়েছে। জরিপের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে যা যোগ হয়েছে তা হল বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের আবির্ভাব। বিপুল সংখ্যক নিউজ চ্যানেল একে অপরের বিরুদ্ধে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায়, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচনী জরিপ পরিচালনা এবং সেগুলো প্রচারের দৌড় ভারতে সেদিনের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও নির্বাচন জরিপ বিভিন্ন ধরনের হয়, এটি প্রাক-ভোট এবং এক্সিট পোল, যা বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণটা সহজ - কোন দল বা জোটের নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা আছে, এবং তারা কতটি আসন জিতবে তা জানতে মানুষ আগ্রহী। এক্সিট পোলগুলি 1996 সালে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যখন সরকারী টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শন একটি সর্বভারতীয় এক্সিট পোল চালু করে। এই ভোটের জন্য মাঠকর্ম এবং তথ্য সংগ্রহ CSDS- এর দল দ্বারা করা হয়েছিল, এবং এর ফলাফলগুলি দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচারিত পাঁচ ঘন্টার প্রোগ্রামে রিপোর্ট এবং আলোচনা করা হয়েছিল। তারপর থেকে, ভারতে কোন নির্বাচন হয়নি যখন এক্সিট পলের ফলাফল টেলিভিশনে প্রচারিত হয় না যেদিন ভোট শেষ হয়।

গত চারটি সাধারণ নির্বাচনের সময় জনমত জরিপের ইতিহাস এবং আসনের পূর্বাভাস ছিল সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতার মিশ্র ব্যাগ। ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্তৃক করা নির্বাচনী সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে আসনের পূর্বাভাস মোটামুটি সঠিক ছিল এবং এটি ভারতে জনমত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় উৎসাহ দিয়েছে।

2004 সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের সময়, মিডিয়া হাউস দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ভোটের পূর্বাভাস ছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন জরিপের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এনডিএ বাড়তি সংখ্যা নিয়ে ফিরে আসবে, অন্যরা এনডিএ জোটের জন্য কিছু আসন হারানোর পূর্বাভাস দিয়েছে। পোলিং এজেন্সি এবং পণ্ডিতদের মধ্যে তাদের পূর্বাভাসে সম্পূর্ণ একমত ছিল যে এনডিএ নির্বাচনে জিতবে। কিন্তু ফলাফল হতভম্ব - এনডিএ নির্বাচনে হেরে যায় এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) আবার ক্ষমতায় আসে। এইভাবে ২০০৪ সালের নির্বাচনের সময় নির্বাচনী জরিপের উপর ভিত্তি করে ভোটের পূর্বাভাস বেশিরভাগ ভোটদান সংস্থা এবং ভোটদাতাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

প্রি-পোল এবং এক্সিট পলের এমন ব্যর্থতার সাথে, ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় এনডিএ-র পরাজয়ের পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ভোটগুলি কি পক্ষপাতদুষ্ট, ভুলভাবে করা হয়েছিল বা এই জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল দেখানোর ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছিল? জরিপের নমুনা আকার কি পূর্বাভাসের জন্য খুব ছোট ছিল নাকি পদ্ধতিটি ভুল ছিল? কেন সকল নির্বাচনী সংস্থার পূর্বাভাস ভুল হয়ে গেলে আমাদের নির্বাচনী জরিপ পরিচালনা করতে হবে? এইভাবে ভোটদান শিল্প সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা এবং ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে, বেশিরভাগ মানুষ এটিকে একটি গুরুতর শৃঙ্খলা নয় বরং রাজনৈতিক যোগাযোগের একটি উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করে। ফলস্বরূপ মানুষ বিশ্বাস করত যে এটি কোনো রাজনৈতিক দল বা একটি লবিকে উপকৃত করার জন্য একটি গোপন এজেন্ডা দিয়ে করা হয়েছিল।

পাঁচ বছরের পর, ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন মিডিয়া হাউস এবং পোল পণ্ডিতদের দেওয়া নির্বাচনের পূর্বাভাস আবারও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ -এর জয়ের পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত জরিপ যেটি পূর্বাভাস

দিয়েছিল যে এটি ২০০ টি অতিক্রম করবে, প্রত্যেকেই কংগ্রেসের পক্ষে উত্থানের পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৪ Lok সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে যে প্রশ্নগুলি উঠেছিল তা এই নির্বাচনের পরে পুনরায় উত্থাপিত হয়েছিল।

মতামত জরিপ: গবেষণা এবং জরিপের ফলাফলের হাতিয়ার হিসাবে পদ্ধতি মতামত জরিপ, বিশেষ করে ভারতীয় পরিস্থিতিতে, অস্পষ্ট। নির্বাচনী সমীক্ষা হল ভারতীয় ভোটারদের ভোটের উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক মনোভাবের আরও সঠিক ছবি তোলার সর্বোত্তম মাধ্যম। যদিও ভারতে নির্বাচনের মতামত জরিপযোগ্য, এক্সিট পোল এবং ভোট-পরবর্তী জরিপ [iii] তাদের সময়ের কারণে তুলনামূলকভাবে আরো সঠিক হতে পারে; তারা ইতিমধ্যেই ভোট দেওয়ার পরে ভোটারদের ভোটের উদ্দেশ্য যাচাই করে। সিফোলজিস্ট যোগেন্দ্র যাদব বলেছেন যে সময় ছাড়াও, নমুনা আকার, নমুনা নকশা এবং নমুনার প্রতিনিধিত্ব সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।

যেসব বিষয় ভুল ভোটের পূর্বাভাস দেয়

নির্বাচনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভুল হওয়ার কারণগুলি চারটি স্তরে বিশ্লেষণ করা হবে: প্রথম-ভারতের ভোটারদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং অস্থিরতা। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর ভোটাররা কি তাদের ভোটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাকি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার যারা ভাসমান ভোটার এবং শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়? ভারতীয় ভোটাররা কি জরিপকারীদের কাছে তাদের ভোটের অভিপ্রায় প্রকাশ করে নাকি তারা বাহ্যিক কারণের কারণে তাদের গোপন করে?

দ্বিতীয় - জরিপ প্রতিযোগিতার বহুমুখীতা, দলীয় জোট এবং একে অপরের জন্য ভোট হস্তান্তর এবং কিছু অঞ্চল/রাজ্যের কিছু দলের ভোটের ভৌগোলিক ঘনত্বের কারণে উদ্ভূত নির্বাচনের জটিলতাগুলি ধরতে পারে কিনা? একইভাবে ভারতীয় নির্বাচন দল, বিদ্রোহী প্রার্থী এবং স্থানীয় স্তরের দলাদলিতে দলাদলির সাক্ষী যা একটি জরিপ দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন;

তৃতীয় - নমুনা নির্বাচন ভোটারদের জনসংখ্যার প্রতিনিধি কিনা এবং নমুনার আকার কি জরিপের যথার্থতা নির্ধারণ করে?

ভোটারদের দ্বারা সঠিক নির্বাচনের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আসন পূর্বাভাসের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত মডেল কতদূর? সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং অস্থিতিশীলতা: অতীতে পরিচালিত নির্বাচনী গবেষণায় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভারতীয় ভোটাররা অত্যন্ত ভিন্নধর্মী, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পটভূমি এবং তাদের ভোটের ধরণ এবং পছন্দগুলি বৈচিত্র্যময়। কিন্তু মাঝে মাঝে, আঞ্চলিক, বর্ণ সম্প্রদায়, ভাষাগত এবং ধর্মীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ভোটারদের একাধিক পরিচয় ওভারল্যাপ হয়, যার ফলে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং নির্বাচনী পছন্দ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

উপসংহার

তাদের বিদেশী প্রতিপক্ষের বিপরীতে, ভারতে নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমের মতামত জরিপে ভোটারদের মুখোমুখি হওয়া প্রধান সমস্যাগুলি বোঝার পরিবর্তে নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কতটা আসন জিতবে বা হারবে তা পূর্বাভাস দেওয়ার উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছে। পোলিং এজেন্সিগুলোর সাম্প্রতিক স্টিং অপারেশনেও জানা গেছে

যে আসন পূর্বাভাসের পরিসংখ্যান তাদের মক্কেলদের পক্ষে হেরফের করা হয়। এইভাবে নির্বাচনী জরিপগুলি একটি গণমাধ্যমের গিমিকের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে যা কেবল নির্বাচনের ফলাফলগুলির পূর্বাভাস দেয় যা প্রায়শই ভুল বা দাগের বাইরে থাকে। ফলস্বরূপ, নির্বাচনী জরিপগুলিকে রাজনৈতিক দলগুলি আসনের পূর্বাভাস এবং ভারতে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহৃত গোপন সরঞ্জাম হিসাবে দেখা হয়। অতএব, নির্বাচন কমিশনের উচিত নির্বাচনের আগে পূর্বাভাস নিষিদ্ধ করা কিন্তু জনমত জরিপ নয়।